দৈনিক বাংলা

তারিখ 23 APR 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

ইউসেপ ঃ উন্নত জীবনের দিশারী

মনজুর আহমদ ঃ ছিপছিপে হালকা-পাতলা গড়ন। পোশাকে-আশাকে, চেহারায় অতি সাধারণ। মাইকে মুখ রেখে বলল, আমার নাম তসলিমা আক্তার তমা।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 'ইউসেপ' কর্মকর্তাদের জমজমাট সাংবাদিক সম্মেলন। উপলক্ষ 'ইউসেপ'-এর (আন্ডার প্রিভিলেজড চিলড্রেনস এডুকেশনাল প্রোগ্রামস) কুড়ি বছর পূর্তি। সংস্থার এগিয়ে চলা কুড়ি বছরের বিবরণ তুলে ধরা হচ্ছিল ভিডিও আর স্লাইডের মাধ্যমে। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিলেন সংস্থার পরিচালক পর্ষদের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অবঃ) আমজাদ খান চৌধুরী।

এরই মধ্যে উঠে দাঁড়াল তসলিমা আক্তার তমা। ইউসেপ-এর মেয়ে। ইউসেপেই লেখাপড়া, ইউসেপেই গড়ে ওঠা, ইউসেপের সঙ্গেই নিজেকে জড়িয়ে নেয়া। অতি সাধারণভাবে ছোট ছোট করে বলে গেল নিজের কথা। দুঃখময় অতীত, দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাত, কঠিন জীবন সংগ্রাম। এ সবের মধ্যেই সুযোগ করে নিয়েছিল রোজগারি শিশুদের জন্য ইউসেপ-এর স্কুলে লেখাপড়া করার। লেখাপড়া, পাশাপাশি শেলাই শেখার কাজ। কঠোর জীবন সংগ্রাম আর ইউসেপ-এর আনুকূল্যে লেখাপড়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে তমার দিন। এসএসসি পাস করেছে দ্বিতীয় বিভাগে। আইকম-এ পেয়েছে প্রথম বিভাগ। পাস করেছে বিকম। এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমকম ম্যানেজমেন্ট-এর ছাত্রী। একই সঙ্গে চলেছে তার রুটি-রুজির সংগ্রাম। ইউসেপ স্কুলেই চাকরি পেয়েছে শিক্ষকতার। এরই মধ্যে সে হারিয়েছে তার মা আর বাবাকে।

তমার অসীম কৃতজ্ঞতা ইউসেপ-এর প্রতি। ইউসেপ তাকে বস্তি থেকে তুলে এনে সমাজে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এগিয়ে দিয়েছে উন্নত জীবনে।

এই কাজই ইউসেপ করছে গত কুড়ি বছর ধরে। এক তমাই নয়, তার মত আরো অসংখ্য ছেলেমেয়েকে গড়ে দিয়েছে ইউসেপ। '৮৮ সালে নতুন ব্যবস্থাপনায় আসার আগের হিসাব সার্বিকভাবে না পাওয়া গেলেও গত কুড়ি বছরে অন্ততঃ ৬০ হাজার রোজগারি ছেলেমেয়ে ইউসেপ স্কুলগুলি থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা নিয়ে বেরিয়ে গেছে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান হয়। '৮৮ সাল পর্যন্ত এই সংস্থা পরিচালিত হয়েছে ব্যক্তিগত ভিত্তিতে। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিউজিল্যান্ডের নাগরিক এল এ চেইনী তার মৃত্যু পর্যন্ত একক দায়িত্বেই চালিয়েছেন এর সমস্ত কাজ। ১৯৮৬ সালে তার আকস্মিক মৃত্যুর পর সংস্থার কাজ ব্যাহত হতে থাকে মারাত্মকভাবে। এই সময়ই এই সংস্থাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন সমাজকল্যাণে নিবেদিত স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, যারা ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন মরহুম চেইনীর বন্ধুস্থানীয়। পরিচালক পরিষদ ও ব্যবস্থাপনা পরিষদ গঠন করে ব্যাপকভিত্তিক করা হয় ইউসেপকে। কর্মকান্ড ছড়িয়ে দেয়া হয় ঢাকার বাইরেও চট্টগ্রাম ও খুলনায়।

মানবেতর জীবন থেকে টোকাইদের মুক্তির জন্য ইউসেপ তাদের স্কুলে সাধারণ শিক্ষা দান ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে চাকরি পওয়ার পথ করে দিচ্ছে (উপর থেকে নীচে)

দেশের এই তিনটি প্রধান শহরে এখন সংস্থার সাধারণ স্কুল রয়েছে ২২টি এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ স্কুল রয়েছে তিনটি। এই তিনটি স্কুলে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ১৪টি বিষয়ে। সব মিলিয়ে এসব স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এখন ১২ হাজার। ১৯৯৬ সাল নাগাদ এ কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত হবে। আরো ১৩টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে এই তিনটি শহরে এবং তখন ইউসেপ-এর মোট ৩৫টি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়াবে ১৯ হাজার। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা ছাড়াও রাজশাহী ও বগুড়াতেও ইউসেপ-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণের চিন্তা-ভাবনা চলছে বলে কর্মকর্তারা সাংবাদিকদের জানান।

ইউসেপ-এর সাধারণ স্কুলে চার বছরে ৭ম শ্রেণী মান পর্যন্ত পড়াশোনার পর মেধাভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ইউসেপ কারিগরি স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ পেয়ে থাকে। কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হলো শ্রমজীবী বালক-বালিকাদের বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োগের জন্য দক্ষ কারিগর হিসাবে গড়ে তোলা। বর্তমানে ঢাকা ও চট্টগ্রামে এ ধরনের দুটি কারিগরি স্কুল রয়েছে। স্কুলের বিভিন্ন ট্রেড কোর্সের কারিকুলাম ও সিলেবাস শিল্প কারখানা এবং নিয়োগকর্তাদের পরিবর্তনশীল চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রণয়ন করা হয়। বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের এক থেকে তিন বছর মেয়াদী বিভিন্ন ট্রেড কোর্সে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেন। ঢাকা টেকনিক্যাল স্কুলের বিভিন্ন ট্রেড কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে অটোমোবাইল মেকানিক্স, টেক্সটাইল (স্পিনিং), টেক্সটাইল (উইভিং), গার্মেন্টস, টেইলারিং, নিটিং, প্রিন্টিং (লেটার প্রেস), প্রিন্টিং অফসেট, কার্পেন্ট্রি, ওয়েল্ডিং ও জেনারেল ফিটিং ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং, গার্মেন্টস ফিনিশিং ও কম্পিউটার কম্পোজ। বর্তমানে ঢাকা টেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৬৮৫ জন। চট্টগ্রাম টেকনিক্যাল স্কুলে বিভিন্ন ট্রেড কোর্সগুলোর মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিক্যাল, মেশিনশপ ও গার্মেন্টস। এ স্কুলের ধারণ ক্ষমতা ২৪০ জন। আগামী জুলাই থেকে খুলনায়ও এ ধরনের আর একটি টেকনিক্যাল স্কুল চালু হতে যাচ্ছে।

এছাড়াও রয়েছে ইউসেপ থেকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী। কারণ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শেষে প্রয়োজন উপযুক্ত কর্মসংস্থান। এ ব্যবস্থার আওতায় ইউসেপ-এর নির্ধারিত কর্মকর্তা বিভিন্ন শিল্পে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের সাথে সংযোগ রক্ষা করেন। ইউসেপের ছেলেমেয়েদেরকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে কর্মে নিয়োজিত করার জন্য এ বিভাগ উদ্যোগ নিয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যেন শ্রম বাজারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ থাকে তার চেষ্টা করা হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্র্যাকটিক্যাল কাজের উপর সবিশেষ জোর দেয়া হয়ে থাকে।

তমার সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে এসেছিল শহীদুল ইসলাম। জীন্স-এর প্যান্ট আর মানানসই জামাকাপড়ে চমৎকার ফিটফাট ছেলে। সেও বলল তার নিজের কথা। ছোটবেলায় কাগজ বিক্রির কাজ করতে করতে ইউসেপ স্কুলে লেখাপড়া। শিক্ষা শেষে এখন সে প্রতিষ্ঠিত। বৃটিশ হাই কমিশনে চাকরি করে। বেতন মাসে সাত হাজার টাকা। বলল, ইউসেপই আমার জীবনকে গড়ে দিয়েছে, নইলে আজ হয়ত আমি কোথায় তলিয়ে যেতাম।

বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে সাতদিন ধরে ইউসেপ উদযাপন করবে তাদের ২০ বছর পূর্তি। এসব কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠাতা চেইনীর কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ছাত্র-ছাত্রীদের র‍্যালি, সিম্পোজিয়াম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি। মূল অনুষ্ঠান সুরু হবে ২৫ এপ্রিল।